

দেশে ফেরার সময় বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা

বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা না জানার কারণে অভিবাসীরা যে হয়রানির স্বীকার হন তা থেকে রেহাই পেতে এ অধ্যায় সাহায্য করবে।

ডিসএমবারকেশন কার্ড পূরণ

দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ফ্লাইট ছাড়ার তিন ঘন্টা পূর্বে বিমানবন্দরে উপস্থিত হতে হবে। বিদেশে যাওয়ার সময় যে এমবারকেশন কার্ড পূরণ করতে হয়, ঠিক একইভাবে ফেরার সময়ও ডিসএমবারকেশন কার্ড পূরণ করতে হয়। পার্থক্য হল যাত্রার তারিখ, ফ্লাইট নং, আরোহন স্থল, অবতরণ স্থল পৃথক হবে। এই কার্ড নিজ হাতে পূরণ করা ভালো, না পারলে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্য নেবেন।

Time	Flight	Destination / Via	Counter	Remarks
00:15	UL 105	Male		
01:20	3Z 542	Chennai		
01:20	TG 308	Bangkok		
01:35	3U 320	K/Lumpur		
02:05	UL 505	London		
02:45	EK 349	Dubai		
04:45	G9 506	Sharjah		
05:40	RJ 195	Amman		
06:35	UL 155	Goa		
07:10	UL 131	Trichy		

বিমান অবতরণ ও ছাড়ার সময় সংক্রান্ত মনিটর

নিরাপত্তা তল্লাসী ও কাষ্টমস চেকিং

বিমান ছাড়ার তিন ঘন্টা আগে বিমানবন্দরে যান। সেখানে যেয়ে মালপত্র স্ক্যানিং করাতে হবে। প্রয়োজনবোধে কাষ্টমস অফিসার আপনার ব্যাগ খুলে পরীক্ষা করতে পারেন। তাই সাথে দড়ি ও প্যাকিং টেপ নিয়ে আসা উচিত যেন নিরাপত্তা কর্মীরা পরীক্ষা করার পর আপনি আবার তা বেঁধে নিতে পারেন।

এয়ারলাইন্স কাউন্টারে চেক ইন

বোর্ডিং এর ঘোষণা হলে চেক ইন এর জন্য আপনি যে এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে যাচ্ছেন তার কাউন্টারে লাইনে দাঁড়াতে হবে। এখানে আপনার পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকিট কর্তব্যরত অফিসারকে দেখাবেন। এখানে আপনাকে বোর্ডিং কার্ড দেওয়া হবে যেখানে সিট নং থাকবে এবং মালামাল ওজন করে বেলেটে দেওয়া হবে। মনে রাখতে হবে ঘোষিত ওজনের বেশি হলে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে এবং হাতে একটি নির্দিষ্ট সাইজ এবং ওজনের বেশি ব্যাগ রাখতে পারবেন না। চেক ইন করা ব্যাগে একটি ব্যাগেজ স্ট্যাম্প লাগানো হবে এবং স্ট্যাম্পের বাকি অংশ আপনার টিকেটে লাগানো হবে। আপনার হাতে পূরণকৃত বা খালি এমবারকেশন কার্ড না থাকলে চেক ইন কাউন্টার থেকে তা অবশ্যই চেয়ে নেবেন এবং তা পূরণ করবেন।

ইমিগ্রেশন

এরপর ইমিগ্রেশন ডেস্কে আপনার ডিসএমবারকেশন কার্ড, পাসপোর্ট ও ভিসা জমা দিতে হবে। ইমিগ্রেশন পুলিশ পাসপোর্টে প্রত্যাবর্তনের সিল দেবে। প্রক্রিয়া শেষ হলে হাতের মালামাল পরীক্ষা করে বিমান ছাড়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত বিশ্রাম কক্ষে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

বোর্ডিং

বিমান ছাড়ার সময় হলে বিমানে আরোহণের জন্য মাইক্রোফোনের মাধ্যমে আপনাকে ডাকা হবে এবং ডিসপ্লে বোর্ড ও টেলিভিশন মনিটরে তা দেখানো হবে। ঘোষণার পরই বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে বিমানের দিকে অগ্রসর হতে হবে। বিমানে উঠলে বিমানবালা আপনাকে নির্ধারিত সিটে বসতে সহায়তা করবেন।

দেশে বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশন

বিমানবন্দরে ফিরে এসে ইমিগ্রেশন এমবারকেশন কার্ডের নিচের অংশ পূরণ করে বাংলাদেশী পাসপোর্ট লেখা



ইমিগ্রেশন সার্ভিস ডেস্ক থেকে পাসপোর্টে প্রত্যাবর্তনের সিল নিতে হবে। এরপর আপনি কনভেয়ার বেল্ট থেকে আপনার মাল নিয়ে ঘোষণা করার মতো মাল যদি না থাকে তবে সবুজ বাতিযুক্ত দরজা বা গ্রীন চ্যানেল দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। ঘোষণা করতে হলে লাল বাতি বা রেড চ্যানেল দিয়ে পার হবেন যেখানে আপনি ঘোষণা করে ছাড়পত্র পাবেন।

দেশে ফিরে ইমিগ্রেশন ডেস্ক থেকে প্রত্যাবর্তন সিল নেওয়া

ঢাকা বিমানবন্দরে আসার পর সমস্যা ও সমাধান

ভাড়া করা গাড়িতে উঠে অনেক সময় ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে সর্বস্ব হারানোর নজির আছে এবং তা রাড্রেই বেশি হয়। দেশে ফেরার আগে অনেকে অভিবাসী আত্মীয়-স্বজনকে অবহিত করেন না বা অনেকে বেশি আত্মীয়-স্বজনকে বিমানবন্দরে আসার জন্য বলে রাখেন। অনেকে নিজের আয় জাহির করার জন্য বিদেশ থেকে কত টাকা এনেছে তা বড়াই করে প্রকাশ করে, যা তার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আত্মীয়-স্বজন সেই টাকাতে ভাগ বসায়। তাই না জানানোই ভাল।

গাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত

বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে আপনি ট্যাক্সি ক্যাব বা অটো রিকসা অথবা বিএমইটি'র গাড়িতে করে বাড়ি ফিরতে পারেন। আপনার বাহনের নম্বর আপনি লিখে রাখুন ও প্রয়োজনে আপনার বাড়িতে ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিন। অন্য কোন ব্যক্তিকে আপনার গাড়িতে তুলবেননা এবং চালকের দেওয়া কোন কিছু খাবেন না। যাত্রাপথে আপনি চেনেন না এমন কেউ যদি বলে আপনার সাথে যাবে তবে কিছুতেই তাকে সঙ্গে নেবেন না।

রাতে বিমানবন্দরে করণীয়

রাতের বেলা বিমানবন্দরে পৌঁছালে অভিবাসীদের উচিত সাবধানে সিদ্ধান্ত নেওয়া। রাত গভীর হলে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করে পরের দিন সকালে বাড়ি যাবেন।

বিশ্বস্ত আত্মীয়

পরিবারের কিছু বিশ্বস্ত সদস্য বা আত্মীয়কে আপনার আসার কথা জানিয়ে রাখবেন। তাদের মধ্য থেকে ১ বা ২ জনকে বিমান বন্দরে আসতে বলতে পারেন। এতে করে আপনি কিছুটা নিরাপদ বোধ করবেন, আবার আত্মীয়-স্বজনকে দেখার ইচ্ছাটাও মিটবে।

ছিনতাই ও জালিয়াতি হতে সতর্ক

ছিনতাই এবং জালিয়াতি ঢাকা শহরের অহরহ ঘটনা। দীর্ঘদিন বিদেশ থাকতে অভিবাসীরা এ সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। অভিবাসীরা দেশে ফেরার সময় সর্বশেষ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনে নেবেন এবং সেই মোতাবেক সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

আত্মীয়-স্বজনের কাছে হাতে বহনকৃত মুদ্রার কথা না জানানো

অভিবাসী তার বিশ্বস্ত সহযোগী বা আত্মীয়কেও সাথে আনা টাকা সম্পর্কে বলবেন না। এটা শুধুই আপনার ব্যাংকে জমা হবে। পরে অভিবাসী চিন্তা করে এই টাকা ব্যবহার করতে পারবেন।

মানসিকভাবে পরিবারে পুনর্বাসনের ভাবনা

অভিবাসী যখন বিদেশে যান সেই সময় এবং যখন ফেরেন তখনকার সময়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য তৈরি হয়। অনেক কিছুই বদলে যায়। পরিবার নিজের মতো করে চলতে শেখে, সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত হয়। অভিবাসী ফেরত এসে তাই তার সংসার যেভাবে রেখে গেছেন সেইভাবে পাবেন না। তাকেও পরিবারের সাথে এবং পরিবারকে তার সাথে মানিয়ে চলতে শিখতে হবে। ধীরে ধীরে এগুলো করলে কোন দ্বন্দ্ব হবে না।

দেশে ফেরার পর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন

দেশে ফেরার পর না বুঝে অনেকে তাদের কষ্টে অর্জিত টাকা-পয়সা পানির মতো খরচ করেন মিথ্যা সামাজিক প্রতিপত্তি ও যশের লোভে। ফলে বিদেশে যাওয়ার আগে যে অবস্থায় ছিলেন আবার সেই অবস্থায় বা তার চেয়ে খারাপ অবস্থায়ও ফিরে যেতে পারেন। তাই বিদেশ থেকে ফেরার পর প্রথমে যা করতে হবে তা হল নিজের কাছে কত টাকা আছে তা কাউকে জানতে না দেওয়া এবং নিজে নিজে বিভিন্ন ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে খবর নেওয়া সেখানে বিনিয়োগের কি কি সুযোগ আছে। এভাবে ছয় মাস চলে যেতে পারে। এর মধ্যে আপনি যদি শারীরিকভাবে সক্ষম হন এবং আপনার বয়স যদি ৪০ - ৫০ এর উর্ধে না হয় তাহলে আপনার যোগ্যতা ও বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে চাকরি খুঁজতে পারেন। এক্ষেত্রে



অভিবাসীর আয়ে নির্মাণাধীন বাড়ি

শুভাকাঙ্খীদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আপনি যদি চাকরি করেন তাহলে ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেভিং স্কীমের সুযোগ নিন, আর আপনি যদি চাকরি না করেন বা শারীরিকভাবে সক্ষম না হন তাহলে ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান বিনিয়োগের সুযোগ নেবেন। নিজের অবস্থা বিশ্লেষণ করে পুনর্বাসনের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। নিয়ে আসা অর্থ ব্যাংকে রেখে বিভিন্ন বিনিয়োগ সুবিধা ও ব্যবসার লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোথায় টাকা খাটানো লাভজনক ও ঝুঁকিমুক্ত। সঞ্চয় ভেঙে খাওয়া ঠিক হবেনা।

সফল অভিবাসন

সফল অভিবাসী আমরা তাকেই বলব যার পরিবার কিছু টাকা খরচ করে স্বাস্থ্যকর খাবারের পেছনে, সন্তানের শিক্ষায়, সঞ্চয় ও পরিবারের আয় সৃষ্টিতে, ভাল আবাসনে এবং পরিবারের সদস্য-সদস্যদের প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি এবং নিজেকে নিজ দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে।